সাংবাদিকদের দেখেই ক্ষেপে গেলেন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বললেন : আপনাদের সঙ্গে কথা নয়

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান একদল সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। গতকাল বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী খুবই রাগত স্বরে বলেন, 'আমি সাংবাদিকের সঙ্গে কোন কথা বলব না। আপনারা কি আমাকে জোর করে কথা বলাতে চান ? আপনারা যান এখান থেকে।' এ কথা বলেই তিনি শিক্ষা সচিবের কক্ষের বাইরে করিডোর দিয়ে দ্রুত হেঁটে লিফটে উঠে চলে যান। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা সম্পর্কে অফিসিয়াল বক্তব্য জানার জন্য বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার ১০/১২ জন সাংবাদিক গতকাল বিকেলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে যান। সেখান থেকে জানা যায়, চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গেছেন। সাংবাদিকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় চেয়ারম্যান সচিবের কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। অপেক্ষমাণ সাংবাদিকরা করিডোরেই তাকে পাঠ্যপুস্তক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করেন। সাংবাদিকদের দেখেই চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি কোন ধরনের সৌজন্য না দেখিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতেই অত্যন্ত রাগত স্বরে উচ্চকণ্ঠে সাংবাদিকদের সম্পর্কে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এ ঘটনার সময় সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৮ তলার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিফটের সামনে বহু লোকের ভিড় জমে যায়।

পরে সাংবাদিকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব

সাংবাদিকদের : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ৬

সাংবাদিকদের : দেখেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ড. সাদত হুসেনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী এখন যশোরে রয়েছেন। তিনি ফিরলেই এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা শক্তির মহড়ার মধ্যে পড়ে গেছি। বেক্সিমকোর পুস্তকা কাউকেই কেয়ার করছে না। দেশজুড়ে মহাগোলযোগ সৃষ্টি হলেও কেউ কিছু বলছে না। অবস্থা দেখে মনে হয় পুস্তকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের নেই। প্রধানমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হবে। তিনি বলেন, প্রেস মালিকরাও আজকের পরিস্থিতির জন্য কম দায়ী নন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি কারও কাম্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। আমরা কেউ কথা বলতে সাহস পাই না।

এদিকে গতকাল দুপুরে বাংলাবাজারে পুস্তক প্রকাশক, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বলেন, এ মুহূর্তেও যদি সরকার আমাদের কাজ ওপেন করে দেয় তবে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাজার ছিতিশীল হয়ে যাবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৩০ নভেম্বরেই আমরা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বই ছাপার কাজ ওপেন করে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। ১৯ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সমিতির পক্ষ থেকে পুস্তকা ও বোর্ডের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি। পাঠ্যবই নিয়ে এবারের মতো পত্রপত্রিকায় এর আগে এত লেখালেখি হয়নি। বর্তমানে দেশজুড়ে বই সঙ্কটের জন্য সরকারের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি ও বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মোঃ আবু তাহের, মোঃ রাব্বানী জব্বার, শহীদ সেরনিয়াবাত প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, এ সরকারের শাসনামলে গত ৪ বছরে পাঠ্যপুস্তকের কোন সঙ্কট সৃষ্টি হয়নি। এবার কণখেলাপি, শেয়ার কেলেঙ্কারির হোতা বেক্সিমকোর ৩টি প্রেসকে কাজ দিয়েই সরকারকে দেশের জনগণের সামনে হেয়প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী ৩ মাসেও দেশের আড়াই কোটি ছাত্রছাত্রী বই পাবে না বলে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা ও বিতরণ নিয়েও যে অবস্থা চলছে তাতে সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে মার্চ মাস লেগে যাবে।

বাংলাবাজারে ফরিদপুরের সবুজ বইঘরের মালিক কামাল হোসেন যুগান্তরকে জানান, ২ মাস আগে বেক্সিমকোর সঙ্গে যোগাযোগ করে অগ্রিম টাকা দিয়েও বই পাইনি। বই বিক্রির জন্য এবারই প্রথম অগ্রিম টাকা জমা দিতে হচ্ছে, যা অতীতে কোন দিন হয়নি। যশোরের ইউনাইটেড লাইব্রেরির মফিজুল ইসলাম জানান, গত ১৫ দিন ধরে ধরনা দিয়েও নতুন বই পাচ্ছি না। খালি হাতে ফিরেও যেতে পারছি না। কোটালীপাড়ার কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিলক চন্দ্র বাড়ৈ জানান, তাদের এলাকায় প্রাইমারি ও হাই স্কুলে কোন বই পাওয়া যাচ্ছে না। কোন বইও যায়নি। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারছে না। স্কুলও ঠিকমতো চলছে না।

বাংলাবাজারে গতকাল দেখা গেল প্রতিটি বইয়ের দোকানেই দেদারসে বিক্রি হচ্ছে গতবারের পুরনো বই। প্রচুর মজুদ রয়েছে এ বইয়ের। ক্রেতাদের বলা হচ্ছে, নতুন বই নিয়ে মামলা হয়েছে। তাই নতুন বই কবে বাজারে আসে তার কোন ঠিক নেই। গতবারের বইয়ের সঙ্গে নতুন বইয়ের খুব সামান্য সংশোধন রয়েছে। আপাতত পুরাতন বই দিয়ে ক্লাস শুরু করতে পারবে।